রেজাউল করিম

ডসশেল

ডস ৫ ও ডস ৬ এর অর্ন্তভুক্ত ডসশেল (DOSSHELL) প্রোগ্রামে মাউস ও কিবোর্ড দুটোই ব্যবহারের বন্দোবস্ত থাকায় ডসের বহু প্রয়োজনীয় কাজ সহজেই করা যায়। কম্যাণ্ড প্রম্পট (অর্থাৎ নির্দেশস্থান যেমন C:>) থেকে DOSSHELL টাইপ করে এন্টার চাবি টিপলে পর্দায় ডসশেলে ভেসে উঠবে। DOSSHELL.EXE প্রোগ্রামটি যদি C: ড্রাইভের DOS ডাইরেক্টরীতে থাকে তাহলে অটোইকসি ব্যাট ফাইলের PATH নির্দেশে C>\DOS এই কথাটির অর্ন্তভুক্তি প্রয়োজন। কেবল মাউসের বোতাম টিপে কোন কিছু না টাইপ করে অথবা খুব অল্প টাইপ করে তাড়াতাড়ি কাজ করার সুবিধা অনেক ব্যবহারকারীই পছন্দ করবেন। DOSSHELL প্রোগ্রামে বিস্তৃত ONLINE HELP বা তাৎক্ষনিক নির্দেশসহায়িকা থাকায় একেবারে নতুন ব্যবহারকারীরাও এই প্রোগ্রামটির সাহায্যে ফাইল বা ডিস্ক সংক্রান্ত ডস-এর নির্দেশসমূহ সম্পূর্ণ টাইপ না করেই মাউসের সাহায্যে প্রদান করতে সক্ষম হবেন।

ডসশেলের মেনু

প্রথম ছবিতে ডসশেলের উইণ্ডোজ দেখা যাচ্ছে, একেবারে উপরে বাম দিকে পাঁচটি প্রধান মেনু আছে। মাউসের পয়েন্টার প্রয়োজনীয় মেনুতে নিয়ে মাউসের বোতাম টিপলেই সাবমেনু দেখা যাবে। প্রধান পাঁচটি মেনু হচ্ছে ঃ—

— FILE
— OPTIONS
— VIEW
— TREE
— HELP

প্রত্যেকটি মেনুর আবার সাবমেনু আছে ঃ—

File এর সাব মেনুগুলো হচ্ছে, ওপেন, রান, প্রিন্ট, এ্যাসোসিয়েট, সার্চ, ভিউ ফাইল কন্টেন্ট মুভ, কপি, ডেলিট, রিনেম, চেঞ্জ এ্যাট্রিবিউট, ক্রিয়েট ডাইরেক্টরী, সিলেক্ট অল, ডিসিলেক্ট অল, এক্সিট। দ্বিতীয় ছবিতে ফাইল মেনুর সাবমেনু পর্দায় যেমন দেখা যায় তেমনিই দেখা যাচ্ছে।

অপশনের সাবমেনু হচ্ছে। কনফার্মেশন, ফাইল ডিসপ্লে অপশন, সিলেক্ট এক্রস ডাইরেকটরীস, শো ইনফরমেশন, এনেবল টাস্ক সোয়াপার, ডিসপ্লে ও কালারস, ভিউ মেনুর সাবমেনু হচ্ছে ঃ সিঙ্গেল ফাইল লিস্ট, ডুয়েল ফাইল লিস্ট, অল ফাইলস, প্রোগ্রাম/ফাইল লিস্টস, প্রোগ্রাম লিস্ট, রিপেইন্ট স্ক্রিন, রিফ্রেশ।

ট্রিমেনুর সাবমেনু হচ্ছে ঃ এক্সপ্যাণ্ড ওয়ান লেভেল +, একসপ্যাণ্ড ব্রাঞ্চ, একসপ্যাণ্ড অল৽ ∗, কলাপস ব্রাঞ্চ।

হেল্প মেনুর সাবমেনু হচ্ছে ঃ ইনডেক্স, কিবোর্ড, শেল বেসিকস, কম্যাণ্ডস, প্রসিডিওরস, ইউজিং হেল্প ও এ্যাবাউট শেল।

প্রথম ছবিতে ঃ মূল মেনুর তলায় একেবারে বাম দিকের যে জায়গায় C:\ লেখা দেখা যাচ্ছে সেই জায়গাটি ডাইরেক্টরী গত অবস্থান বোঝায়। খেয়াল করলে দেখা যাবে Directory tree লেখা জায়গায় C:\ কথাটি হাইলাইটেড বা উজ্জ্বলকৃত অবস্থায় আছে। C:\ কথাটির নীচে [A:], [B:] [C:] ইত্যাদি কমপিউটারের ড্রাইভগুলি নির্দেশ করছে। Directory tree বা ডাইরেক্টরী শাখা লেখা জায়গাতে ডাইরেক্টরীগুলির নাম প্রদর্শিত হয়েছে। উর্দ্ধ বা নিম্নমুখী তীর চিহ্নিত জায়গায় মাউস পয়েন্টার নিয়ে বোতাম টিপলে তীরের অবস্থান অনুযায়ী তালিকাটি উর্দ্ধমুখ বা নিম্নমুখ অনুযায়ী স্ক্রল বা ক্রমপ্রদর্শিত হবে।

ডাইরেক্টরীর ট্রি লেখার ডানদিকের অংশে ডাইরেক্টরী ট্রির যে ডাইরেক্টরী হাইলাইট বা উজ্জ্বলকৃত অবস্থায় আছে সেখানকার ফাইলসমূহের তালিকা দেখা যাচ্ছে। এই তালিকাটিও মাউসের সাহায্যে স্ক্রল করার বন্দোবস্ত আছে।

মেন শিরোনাম যুক্ত নিচের অংশে যে লেখাগুলি দেখা যাচ্ছে সেগুলি হচ্ছে ঃ

— কমাণ্ড প্রম্পট
— এডিটর
— এম এস ডস কিউ বেসিক
— ডিস্ক ইউটিলিটিস

মেনু নির্বাচন পদ্ধতি

মেনু নির্বাচন করতে হলে মাউসের পয়েন্টার টি উদ্দিষ্ট মেনুর জায়গায় নিয়ে মাউসের বোতাম টিপলেই মেনুটি নির্বাচিত হবে। কিবোর্ড দিয়ে কাজ করতে হলে অলট ও এ্যারো কি অথবা এফটেন ও এ্যারো কি ব্যবহার করে মেনুটি নির্বাচন করতে হবে। ৩য় ছবিতে Options মেনু নির্বাচন করার পর সাবমেনুগুলি দেখানো হয়েছে।

অন লাইন হেলপ বা তাৎক্ষণিক নির্দেশ সহায়িকা ব্যবহার পদ্ধতি

— মাউসের পয়েন্টার হেল্প মেনুতে নিয়ে— ক্লিক বা টিপতে হবে,

— নিম্নবর্ণিত সাবমেনু প্রদর্শিত হবে
— INDEX
— KEYBOARD
— SHELL BASICS
— COMMANDS
— PROCEDURES
— USING HELP
— ABOUT SHEL

— সাব মেনুটিকে বেছে নিয়ে আবার পূর্ব বর্ণিত উপায়ে মাউসের বোতাম টিপলে প্রয়োজনীয় তথ্য পর্দায় প্রদর্শিত হবে।

ডসশেল প্রোগ্রামের মাধ্যমে মাউসের সাহায্যে কয়েকটি প্রয়োজনীয় নির্দেশ ঃ **Copy, Delete, Rename, Change Attribute Criate Subdireltory, Diskcopy, Quick Format, Format, Undelete** সম্পাদন পদ্ধতিঃ

Move, Copy, Delete, Rename, Change, Attribute, Create Subdirectory, এই নির্দেশগুলি সম্পাদন করার জন্য ফাইল মেনু নির্বাচন করতে হবে।

ফাইল কপি করার পর্যায় ক্রমিক পদ্ধতি ঃ

(১) যে ফাইলটি কপি করতে হবে সেটি প্রথমে নির্বাচন করতে হবে, এর জন্য উক্ত ফাইলটি যে ডাইরেক্টরীতে আছে আছে সেই ডাইরেক্টরীটি নির্বাচন করতে হবে। সাব ডাইরেক্টরীগুলি সংশ্লিষ্ট ডাইরেক্টরীর সঙ্গে প্রদর্শনের জন্য Tree মেনু থেকে Expand All নির্বাচন করুন। যদি Accudraw ডাইরেক্টরীর সংশ্লিষ্ট Animal সাবডাইরেক্টরী হতে BUTTER-FLY.WPG ফাইলটি WP51 ডাইরেক্টরীর wpg সাবডাইরেক্টরীতে কপি করতে হয় তাহলে নিম্নবর্ণিত কাজগুলি পর্যায় ক্রমে করতে হবে (৪র্থ ছবি দ্রষ্টব্য)

• মাউসের সাহায্যে প্রথমে Directory tree থেকে Source Directory বা C:\ACCUDRAW\ANIMAL নির্বাচন করুন।

• সাথে সাথে ডাইরেক্টরী Tree-র ডান দিকে উক্ত সাব ডাইরেক্টরী ফাইলের তালিকা প্রদর্শিত হবে। মাউসের সাহায্যে ফাইলটি হাইলাইট করুন।

• এরপর ফাইল মেনু থেকে কপি নির্দেশটি মাউসের সাহায্যে নির্বাচন করুন। পর্দায় একটি ডায়ালগ বক্স ভেসে উঠবে।

• From জায়গাটিতে ফাইলে নাম এমনিতেই দেখা যাবে, কিন্তু To অর্থাৎ Target এর জায়গায় টাইপ করতে হবে C:\wp51\WPG

• এরপর ok বোতাম টিপলেই ফাইলটি কপি হয়ে যাবে।

ফাইল Move করার পদ্ধতি

পর্যায়ক্রমিক ধাপগুলি প্রায় একরকম শুধু ফাইল মেনু থেকে copyএর বদলে Move নির্দেশ নির্বাচন করতে হবে। (৪র্থ ছবি দ্রষ্টব্য)

চিত্র ১ঃ ডসশেলের উইণ্ডোজ

চিত্র ২ঃ ডসশেলের FILE মেনু

চিত্র ৩ঃ মাউসের সাহায্যে option মেনু নির্বাচন করার পর প্রদর্শমান সাবমেনু

ফাইল Delete ও Rename করার পদ্ধতি

কোন ফাইল ডেলিট বা মুছতে হলে অথবা Rename করতে হলে Copy নির্দেশের বেলায় যেমন বলা হয়েছে ঠিক তেমনি ভাবে ফাইলটি নির্বাচন করে, ডসশেলের ফাইল মেনু (২য় ছবি দ্রঃ) থেকে Delete বা Rename নির্দেশটি মাউসের সাহায্য নির্বাচন করলে সংশ্লিষ্ট তথ্য উইণ্ডোটি ভেসে উঠবে। যথাযথভাবে তথ্য টাইপ করলেই ফাইলটি Deleted বা Renamed হবে।

চিত্র ৪ঃ ফাইল মেনু থেকে কপি নির্দেশ নির্বাচন করার পর পর্দায় দৃশ্যমান উইণ্ডোর ছবি

চিত্র ৫ক ঃ C ড্রাইভের WP51 ডাইরেক্টরীর WP51USR সাব ডাইরেক্টরীতে রক্ষিত ADVANCE ফাইলটি নির্বাচন

চিত্র ৫খ ঃ ফাইল মেনু থেকে CHANGE ATTRIBUTES SUB MENU নির্বাচন করার পর উইণ্ডোর ছবি। ফাইলটিকে ATTRIBUTE কে প্রকৃতি read only করার জন্য Read only option টি হাইলাইট করা হয়েছে।

চিত্র ৬ ঃ Temp1 ডাইরেক্টরী তৈরী করার জন্য File মেনু থেকে CREATE DIRECTRORY OPTION নির্বাচন করার ফলে পর্দায় প্রদর্শিত উইণ্ডোজের ছবি। এরপর নির্দিষ্ট জায়গায় ডাইরেক্টরীর নাম temp1 টাইপ করে মাউসের সাহায্যে ok নির্বাচন করলেই temp1 ডাইরেক্টরী তৈরী হয়ে যাবে।

ফাইলের Attribute পরিবর্তন করার পদ্ধতি

মাউসের সাহায্য এই কাজটি ও করা খুব সহজ। মনে করা যাক C ড্রাইভের WP51 ডাইরেক্টরীর WP51USR সাবডাইরেক্টরীতে রক্ষিত advance ফাইলটির Attribute বা প্রকৃতি READ ONLY করতে হবে। মাউসের সাহায্যে C:\WP51 ডাইরেক্টরীর WP51USR সাবডাইরেক্টরী টি নির্বাচন করার পর Advance ফাইলটি মাউসের সাহায্যে হাইলাইট করা হলো (চিত্র ৫ক) এরপর DOSSHELL এর ফাইল মেনু থেকে Change ATTRIBUTE অপশন বেছে নেওয়ার পর পর্দায় সংশ্লিষ্ট উইণ্ডোটি প্রদর্শিত হলো (চিত্র ৫খ) এরপর READ ONLY অংশটুকু হাইলাইট করে ok স্থানে মাউস পয়েন্ট নিয়ে এসে মাউসের বোতাম টিপলেই কাজটি সমধা হবে।

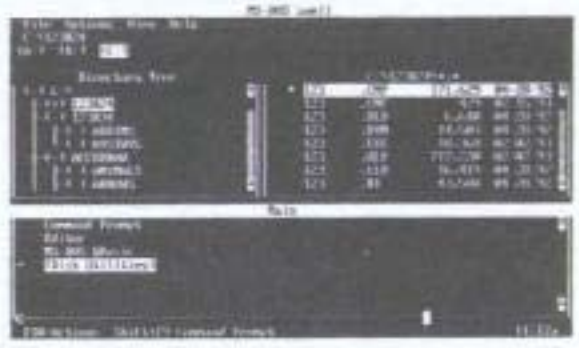

চিত্র ৭ক ঃ ডিস্ককপি, ব্যাকআপ, রিষ্টোর, কুইক ফরম্যাট ফরম্যাট ও আনডেলিট করার জন্য ডসশেলের Main লেখা অংশ থেকে DISK UTILITIES অপশন নির্বাচন করতে হবে, পরবর্তী অংশ ৭খ ছবিতে দেখানো হয়েছে।

চিত্র ৭খ ঃ ডিস্ক কপি করার জন্য MS DOS SHELL এর main লেখা অংশ (১ম ছবি দ্রষ্টব্য) থেকে DISK UTILITIES নির্বাচন করলে DISK UTILITIES র সাবমেনু দেখা যাবে, এই সাবমেনু থেকে DISK COPY নির্বাচন করলে সংশ্লিষ্ট উইণ্ডোজ প্রদর্শিত হবে। যথাযথভাবে তথ্য টাইপ করে ok নির্বাচন করলে Diskcopy-র কাজটি সম্পন্ন হবে।

চিত্র ৭গ ঃ ব্যাকআপ করার জন্য Backup Fixed Disk নির্বাচন করে ব্যাকআপ উইণ্ডোতে প্রয়োজনীয় তথ্য টাইপ করে ok নির্বাচন করলেই কাজটি সমাধান হবে।

চিত্র ৭ঘ ব্যাকআপ বিষয়ে অনলাইন হেল্পের প্রয়োজন হলে হেল্প নির্বাচন করলে সংশ্লিষ্ট তথ্য পর্দায় প্রদর্শিত হবার ছবি।

ডাইরেক্টরী তৈরীর পদ্ধতি

প্রথমে মাউসের সাহায্যে File মেনু থেকে crcate directory অপশন বেছে নিতে হবে, পর্দায় Crate Directory উইণ্ডো দেখা গেলে (ছবি ৬) নির্দিষ্ট জায়গায় ডাইরেক্টরীর নাম টাইপ করে ok নির্বাচন করলেই ডাইরেক্টরীটি তৈরী হয়ে যাবে।

ডিস্ক কপি, ব্যাক আপ, রিষ্টোর, কুইক ফরম্যাট, ফরম্যাট ও আনডেলিট করার পদ্ধতি ঃ

এই কাজগুলি করার জন্য DOSSHELL এর main লেখা অংশ থেকে DISK UTILITIES নির্বাচন করতে হবে, (ছবি ৭ক) তারপর সাবমেনু থেকে সংশ্লিষ্ট কাজের অপশন টি বেছে নিয়ে কাজটি, সম্পন্ন করতে হবে।

Diskcopy করার জন্য Diskcopy নির্বাচন করার পর (ছবি ৭খ) Disk copy উইণ্ডো প্রদর্শিত হবে, PARAMETER লেখা জায়গায় প্রয়োজনীয় তথ্য টাইপ করে ok নির্বাচন করলে Diskcopy র কাজ সমাধা হবে।BACKUP করার জন্য BACKUP FIXED DISK অপশন নির্বাচন করে পূর্ববর্ণিত নিয়মে কাজ করতে হবে (ছবি ৭গ),রিষ্টোর, কুইক ফরম্যাট, ফরম্যাট ও আনডিলিট করার পদ্ধতি একই রকমের। অন অ্যাইন হেলপ দরকার হলে HELP নির্বাচন করলে প্রয়োজনীয় তথ্য পর্দায় প্রদর্শিত হবে (ছবি ৭ঘ)

ডসশেলের অন্যবিধ ব্যবহার

ডসশেল এর TASK SWAPPER এর সাহায্যে একাধিক প্রোগ্রাম একসাথে লোড করে সবগুলিই পর্যায়ক্রমে SWAP করে কাজ করা যায়, প্রোগ্রামগুলি CLOSE করার প্রয়োজন পড়ে না। বিস্তৃতভাবে বর্ণনার প্রয়োজন থাকায় বারান্তরে এবিষয়ে আলোকপাত করা যেতে পারে। ডসশেলের সাহায্যে ডসের বিবিধ কাজ করে অনেক ব্যবহারকারীই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন। স্বাচ্ছন্দ্য, কর্মে অগ্রগতি ও উৎসাহের অন্যতম উপাদান অতএব তাঁরা কর্মকুশল হয়ে উঠবেন এ আশা অনায়াসে করা যায়।